বাংলাদেশ: আনুষ্ঠানিক সফরকালে বয়স্ক ব্যক্তিদের মানবাধিকার বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ

জেনেভা (৭ নভেম্বর,২০২২): বয়স্ক ব্যক্তিদের সব ধরণের মানবাধিকার ভোগ সম্পর্কিত জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ক্লাউডিয়া মালার আগামী ৭ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবেন।

মালার বলেন, 'বাংলাদেশে বয়স্ক জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একটি সমস্যা হয়ে উঠছে, যা কালক্রমে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলোকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।' ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে বসবাসকারী ১ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি মানুষের বয়স ৬০ বছরের বেশি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ।

তিনি বলেন, 'বয়স্ক ব্যক্তি এবং পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণ আইন-২০১৩' হলো এই দ্রুত বর্ধনশীল বয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রতিফলন। আমি এই নীতি এবং আইনের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করবো।'

সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা, বয়স বৈষম্য এবং বয়ঃসন্ধিকাল, বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং সহিংসতা, আবাসন ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি প্রাপ্তিসহ তাদের জীবনযাত্রার সার্বিক পরিস্থিতি ও শ্রমশক্তিতে এবং সরকারি ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মতো ক্ষেত্রগুলি এই স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন করবেন। তিনি একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ও বাস্তুচ্যুতির মতো জরুরি পরিস্থিতিসহ বয়স্ক ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট অধিকারগুলির দিকে দৃষ্টি দেবেন।

মালার বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে এদেশ সফর করতে যাচ্ছেন। তিনি ঢাকা, রংপুর এবং চট্টগ্রামে সরকারি প্রতিনিধি, জাতিসংঘের কার্যক্রম, প্রবীণ ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে কাজ করা সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা করবেন।

এই বিশেষজ্ঞ তার সফর শেষে, বৃহস্পতিবার ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে স্থানীয় সময় দুপুর ১.৩০ এ একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন এবং তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণগুলি উপস্থাপন করবেন। গণমাধ্যমকর্মী ও সাংবাদিকদের প্রবেশাধীকার অত্যন্ত সীমিত থাকবে।

তার সফর সম্পর্কিত একটি পূর্ণ প্রতিবেদন তিনি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে উপস্থাপন করবেন।

উপসংহার

মিসেস ক্লডিয়া মালার (অস্ট্রিয়া) ২০২০ সালের মে মাসে জাতিসংঘের হিউম্যান রাটইস কাউন্সিল কর্তৃক বয়স্ক ব্যক্তিদের সব ধরনের মানবাধিকার ভোগ বিষয়ের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি এই ক্ষেত্রে একজন সিনিয়র গবেষক হিসাবে জার্মান ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটসের জন্য কাজ করছেন। ২০১০ সাল থেকে তিনি জার্মান ইনিস্টিটিউট ফর

হিউম্যান রাইটস-এর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সিনিয়র গবেষক হিসাবে কাজ করছেন। ২০২০-২০২১ সালে তিনি এলিস স্যালোমন হোকসুলে ভিজিটিং প্রফেসরও ছিলেন। ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মিসেস মালার পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবাধিকার কেন্দ্রে গবেষণা করেন, যেখানে তার প্রধান বিষয় ছিল মানবাধিকার শিক্ষা, সংখ্যালঘু অধিকার এবং আশ্রয় আইন। ২০০০ সালে, তিনি তার ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং টাইরল এন্ড ফোরালবার্গ বিষয়ক মানবাধিকার কমিশনের সহ সভাপতি নিযুক্ত হন।

বিশেষ প্রতিবেদক হলো তারই অংশ যা হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ‘স্পেশাল প্রসিজারস’ হিসাবে পরিচিত। স্পেশাল প্রসিজারস (বিশেষ প্রক্রিয়া) হল জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থার স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের বৃহত্তম সংস্থা, কাউন্সিলের স্বাধীন তথ্য-অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সাধারণ নাম যা বিশ্বের সমস্ত অংশে নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি বা বিষয়গত সমস্যাগুলির সমাধান করে। স্পেশাল প্রসিজারস এর বিশেষজ্ঞরা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেন। তারা জাতিসংঘের পেশাদার কর্মী নন এবং তাদের কাজের জন্য বেতন পান না। তারা যে কোনো সরকার বা সংস্থা থেকে স্বাধীন এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত সক্ষমতায় সেবা দিয়ে থাকেন।

ইউএন হিউম্যান রাইটস কান্ট্রি পেজ - বাংলাদেশ

আরো তথ্য পেতে এবং সংবাদ প্রাপ্তির জন্য অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন: মিস ক্লেয়ার ম্যাথেলি, ইমেইল: claire.mathellie@un.org; ফোন: + ৪১২২৯১৭৪৯৮৯

জাতিসংঘের অন্যান্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের বিষয়ে মিডিয়া অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন: রেনাতো ডি সুজা, ইমেইল: renato.rosariodesouza@un.org অথবা ধরিশা ইন্দ্রগুপ্ত, ইমেইল: dharisha.indraguptha@un.org

টুইটারে জাতিসংঘের স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কিত খবর অনুসরণ করুন এই লিঙ্কে: @UN_SPExperts